দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

অভিনন্দনযোগ্য মতৈক্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে আশাব্যঞ্জক সুসংবাদ পাওয়া গেছে। আসন্ন পরীক্ষাসমূহ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্যোগ নিয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলি, ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে দুই প্রধান ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-অ) আগামী ১২ই নবেম্বর থেকে অনুষ্ঠিতব্য মাষ্টার্স, অনার্স ও বার্ষিক পরীক্ষাগুলি চলার সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালাতে একমত হয়েছে। অতএব সংগতভাবেই আশা করা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে, নির্বিঘ্নে রুটিন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। কেবল পরীক্ষার্থীরাই নয়, গোটা ছাত্রসমাজ, অভিভাবকমন্ডলী, এবং দেশবাসীও সুষ্ঠুভাবে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করছে। বলা যায়, এই প্রত্যাশা পূরণের ব্যবস্থা হয়েছে। পরীক্ষার সময়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-অ) এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে শুভ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার জন্য আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং বেশ কয়েকটি বড় কলেজ ও অন্য শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসের কেন্দ্র ও লড়াইএর ময়দানে পরিণত হয়েছে। সংঘর্ষ, হানাহানি, বন্দুকবাজি ও মাস্তানীর ফলে ক্যাম্পাস মাসের পর মাস বন্ধ থাকছে, পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে বার বার। এই সন্ত্রাস সেশন জটেরও একটি বড় কারণ। সন্ত্রাসের ফলে বিদ্যাপীঠের পবিত্র অঙ্গনে সশস্ত্র সংঘর্ষ হচ্ছে, রক্ত ঝরছে। গত কয়েক বছরে কয়েকটি মূল্যবান প্রাণ অকালে ঝরে গেছে, আহত হয়েছে অনেকে। ছেলেমেয়েদের ক্যাম্পাসে পাঠিয়ে প্রত্যেক মা-বাপ আজ উৎকণ্ঠায় ও ভয়ে ভয়ে থাকেন--কার প্রিয় সন্তান ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসা কখন লাশ হয়ে যাবে, কোন হতভাগা ঘরে ফিরবে গুলি অথবা ছুরির আঘাত নিয়ে। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণে ঐতিহ্যবাহী ছাত্রসমাজ ও জাতির মর্যাদা এবং ভাবমূর্তিও যে ক্ষুণ্ন হচ্ছে সে বিষয়ে সংশয় নেই। অভিভাবকমন্ডলী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও রাষ্ট্রের বিপুল আর্থিক ক্ষতির কথা তো উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের অবসান, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নিয়মিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশ এবং শিক্ষা মানের উন্নতি আজ সবারই একান্ত কাম্য এবং সর্বান্তঃকরণের দাবী। সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে ছাত্রসমাজও এই দাবী পূরণে অর্থবহ অবদান রাখতে পারে বলে জাতির সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। কারণ, দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধনে তাদের একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর আমাদের দেশে ছাত্রসমাজ একটি সচেতন শুভশক্তি ও জাতির কল্যাণব্রতী। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মতৈক্যে এই সত্য পুনর্ঘোষিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও আসন্ন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সক্রিয়, যৌক্তিক ও ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মতৈক্য শুধুমাত্র আসন্ন পরীক্ষাকাল পর্যন্ত সীমিত থাকবে না, ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতেও সম্প্রসারিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত। এটা আজ আমাদের শিক্ষাজগতের সবচেয়ে বড় দাবীও বটে। আমাদের অবিচল বিশ্বাস, ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় হলে মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীসহ সকল অপশক্তি পরাভূত হবে, ক্যাম্পাস আবার পরিণত হবে বিদ্যাচর্চার পবিত্র অঙ্গনে এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্রে।